নং- ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০৯২.২০-২১৮
তারিখ : ০১ মার্চ, ২০২৩

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Land Port Authority
স্থলবন্দর ভবন, এফ-১৯/এ, শেরেবাংলা নগর,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bsbk.gov.bd

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা বেনাপোল স্থলবন্দরে ট্রাফিক পরিদর্শক পদে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে গঠিত কমিটিতে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান এবং অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত গঠিত কমিটির সভা শেষে বেলা ০৩.১১ মিনিটে জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক তার মোবাইল ফোন (০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর) হতে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান এর ফোনে একটি কল আসে এবং তিনি ফোনে বলেন যে, বকেয়া বেতন ভাতা সংক্রান্ত কমিটির মধ্যে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান এবং অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ বাধা দিচ্ছেন। বাধা দেয়ার বিষয়টি তিনি কিভাবে জানলেন, জানতে চাইলে জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা উত্তর না দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়ে অশালীন কথাবার্তা বলেন।

যেহেতু,গত ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পুনরায় আনুমানিক রাত ১০.১৭ ঘটিকায় জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক তার মোবাইল ফোন (০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর) হতে কল আসে এবং সভার আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভূয়া, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রদান করে কমিটির চলমান কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ করছেন বিধায় জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান কমিটি হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করেন। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বেলা ০৩.০৪ মিনিটে জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক এর মোবাইল ফোন (০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর) হতে অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ এর ফোনে একটি কল আসে এবং এক্ষেত্রেও তিনি একইরূপ উক্ত কমিটিতে বাধা প্রদান এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়ে অশালীন কথাবার্তা বলেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক কর্তৃক গত ২৯-৬-২০২০ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পর উক্ত সভায় আলোচনার বিষয়ে কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) এবং জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ আমান, অডিট অফিসার-কে তার ব্যক্তিগত মোবাইল (নং-০১৭৭৫-৪৭২৫৪৭) থেকে ফোন করা এবং তাঁদের সাথে অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার বিষয়টি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫০.০১৯.২০.০০.০০২.২০১২-১২৬২ নং স্মারকে তাকে বেনাপোল বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড-৩১ হতে শেড নং-৩৯ পদায়ন করা হয় এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩১-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৩১৫ নং স্মারকে তাকে ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থল ৩৯ নং শেডে যোগদানের নির্দেশ প্রদানসহ ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত বলে গণ্য হবেন মর্মে আদেশে জারি করা হলেও তিনি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। বেনাপোল বন্দরের শেড নং-৩৯ এ যোগদান না করা এবং কর্মস্থলে ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় এ কর্তৃপক্ষের ২৭-০৯-২০২০ তারিখের ৬৯৫ নং স্মারকে এবং ২০-১০-২০২০ তারিখের ৮২৪ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলেও তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ (ক) ও (খ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ কর্তৃপক্ষের ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.১৯১.২০১০.৯৩৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৮/২০২০) সূচিত হয় এবং পরবর্তীতে তার বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ১১-০৩-২০২১ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামার জবাব দাখিল না করায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪৪ (৩) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০৯২.২০.১৫০ নং স্মারকে বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) অ:দা: জনাব আবদুল জলিল-কে আহ্বায়ক করে ০৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা' এবং 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (ক) ও (খ) অনুযায়ী 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা' ও 'অসদাচরণ'এর অভিযোগে একই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪১ এর (১)(খ)(ই) মোতাবেক তাকে চাকুরি হতে অপসারণ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উক্ত দন্ড কেন আরোপ করা হবে না এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ০২-১১-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫২৬ নং স্মারকে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয় এবং ২০-১১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ২৯-১২-২০২২ তারিখ তার শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মচারীর ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব, বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র/দলিলাদি এবং তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রদত্ত দন্ড পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (ক) ও (খ) অনুযায়ী 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সার্বিক বিবেচনায় একই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪১(১)(খ)(ই) মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করার দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু এক্ষণে, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক-কে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪১ এর (১)(খ)(ই) মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৩/২০২৩
মোঃ আলমগীর
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
ফোন : ০২-৪১০২৫৩০০
E-mail: chairman@bsbk.gov.bd

স্মারক নং- ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০৯২.২০-১১৬ তারিখ: ০১-০৩-২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সদস্য (উন্নয়ন/ ট্রাফিক/অর্থ ও প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩। পরিচালক (হিসাব/ ট্রাফিক/অডিট), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৪। পরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬। সচিব, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
(তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি/চাকরী বহিতে উল্লিখিত শাস্তির বিষয়টি সংরক্ষণ/লিপিবদ্ধ নিশ্চিতকরার অনুরোধসহ)।
৮। উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা
৯। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), তামাবিল স্থলবন্দর, সিলেট
১০। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
[চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)] মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১১। সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), সোনাহাট স্থলবন্দর, কুড়িগ্রাম /বুড়িমারী স্থলবন্দর, লালমনিরহাট/ নাকুগাঁও স্থলবন্দর, শেরপুর/ আখাউড়া স্থলবন্দর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ/বিলোনিয়া স্থলবন্দর, ফেনী/রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি/হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর /বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় /বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা/টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার/সোনামসজিদ স্থলবন্দর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২। সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
(আদেশটি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Website এ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।
১৪। জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক, বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।

০১.৩.২৩

(ডি এম আতিকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)